সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৫৬
WEEKLY BOOKLET:356

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত কিতাব
"আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা" এর একটি অংশ

সুন্নী আলিমদের মক্কা-মদীনার ১৭টি ঘটনা

- ইমাম আহমদ রযা ও দিদারে মুস্তফা ০৪
- মদীনার কুকুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ০৬
- মাওলানা সরদার আহমদের মদীনার খেজুরের প্রতি ভালবাসা ১২
- হুযুরে মদীনা ও মদীনা শরীফের নামের বিশেষত্বগুলো ২১

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সুন্নী আলিমদের মক্কা-মদীনার ১৭টি ঘটনা(১)

দোয়ায়ে আত্তার: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ ১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা "সুন্নী আলিমদের মক্কা মদীনার ১৭টি ঘটনা" পড়ে বা শুনে নিবে তাকে বার বার হজ্ব ও মদীনা শরীফের যিয়ারত দ্বারা ধন্য করো এবং তার মা বাবাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে (ব্যক্তি) দিনে ও রাতে আমার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার কারণে তিন তিনবার দরুদে পাক পাঠ করলো আল্লাহ পাকের উপর হক হলো তার ঐদিন ও ঐরাতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া। **(মু'জামুল কবীর, ১৮/৩৬২, হাদিস: ৯২৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. এসব বিষয়াদি **"আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা"** কিতাবের ১৪৪-১৬৬ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

(১) আ'লা হযরতের সম্মানীত পিতা বিশেষ দাওয়াত পেলো

আ'লা হযরতের সম্মানীত পিতা, আল্লামা মাওলানা মুফতি নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অতুলনীয় মুফতি ও আশিকে রাসূল ছিলেন, "নিজে যাওয়া আর তাঁর দাওয়াতে যাওয়া ভিন্ন কথা" এর উদাহরণে তাঁর মদীনায়ে মুনাওয়ারায় হাযিরির জন্য বিশেষ দাওয়াত মিললো আর সেটা এইভাবে যে স্বপ্নে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডাকলেন: অসুস্থতা ও দূর্বলতার পরও কিছু বন্ধুর সাথে সফরে রওনা করলেন ও হেরেম শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন, কিছু ভক্তরা অসুস্থতার কারণে পরামর্শ দিলেন যে এই সফরটি আগামী বছর করুন। (তিনি) বললেন: "মদীনা তায়্যিবার উদ্দেশ্যে পা দরজার বাহিরে রাখবো অতঃপর ঐসময় যদিও রুহ বের হয়ে যাক কেনো। মাহবুবে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর আশিকের ভালোবাসার সম্মান রেখেছেন আর স্বপ্নে একটি পাত্রের মধ্যে ঔষুধ দিয়েছেন যেটা পান করার ফলে এতো পরিমাণ আরোগ্য লাভ করেছি যে হজ্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যা হবে না।" **(সুরুরুল কুলুব, "*")**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বুলাতে হে উসি কো জিস কে বিগড়ি ইয়ে বানাতি হে
কমর বান্ধনা দিয়ারে তায়্যিবা কো খুলনা হে কিসমত কা

(যওকে নাত, ৩৭ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(২) আসল উদ্দেশ্য মদীনা শরীফের হাযিরি

আশিকে মাহে রিসালাত, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ নিজের অন্য এক সফরে হজ্বের কার্যাদি শেষ করার পর খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন কিন্তু তিনি বলেন: ★ (অসুস্থতা দীর্ঘ হওয়ার) মধ্যে আমার জন্য রাসূলে করীম ★ এর যিয়ারতের বেশি চিন্তা ছিলো। যখন জ্বর দীর্ঘদিন পর্যন্ত রয়ে গেলো, আমি সেই অবস্থায় হাযিরির ইচ্ছা করলাম, এই ব্যাপারে ওলামাগণ (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) নিষেধ করতে লাগলেন)। প্রথমতো এটা বললেন যে "আপনার অবস্থা তো এটা আর সফর অনেক লম্বা!" আমি বললাম: "যদি সত্যকার্থে জিজ্ঞাসা করেন তো হাযিরির আসল উদ্দেশ্য হলো মদীনায়ে তায়্যিবার যিয়ারত, উভয়বারই এই নিয়্যতে ঘর থেকে বের হয়েছি, ★ যদি এটা না হয় তবে হজ্বের কোন মজা নেই।" তিনি পূনরায় স্বীকার ও আমার অবস্থার কথা স্মরণ করলেন)। আমি হাদিস পড়লাম: "***" যে হজ্ব করলো আর আমার যিয়ারত করলো না সে আমার উপর জুলুম করলো। **(কাশফুল খাফা, ২/২১৮ পৃ:, হাদিস: ২৪৫৮)** বললেন: তুমি তো একবার করেছো। আমি বললাম: আমার দৃষ্টিতে হাদিসে পাকের অর্থ এটা নয় যে জীবনে যতবারই হজ্ব করো একবার যিয়ারত করলেই যথেষ্ট বরং প্রতিটি হজ্বের সাথে যিয়ারত অবশ্যই করতে হবে, এখন আপনি দোয়াকরুন যেনো নবীয়ে পাক (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। রওযায়ে আকদসের উপর দৃষ্টি পড়ে যায় যদিওবা ঐ সময় আমার নিশ্বাস বের হয়ে যাক না কেনো। **(মলফুযাতে আ'লা হযরত, ২০১ পৃ:)**

www.dawateislami.net

কাশ! গুম্বদে খযরা পর নিগাহ পড়তে হে
কাহ কে গশ মে গির জাতা পির তড়প কে মর জাতা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪১০ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) ইমাম আহমদ রযা ও দিদারে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সত্যিকার আশিকে রাসূল ছিলেন এবং যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন ছিলেন, প্রায় ১০০টি ইলমী বিষয়ে পারদর্শি ছিলেন, হারামাইনে তায়্যিবাইনের ওলামাগণ তাঁকে চৌদ্দ শদাব্দির মুজাদ্দিদ বলেছেন, তিনি দ্বীনকে বাতিলের চক্রান্ত থেকে পবিত্র করে সুন্নাতকে জীবিত করার জন্য চমৎকার কাজ করেছেন, সাথে সাথে মানুষের অন্তরে যেই নবীপ্রেমের প্রদীপ নিভে যাচ্ছিলো তিনি সেটাকে প্রজ্বলিত করেছেন। আ'লা হযরত নিশ্চয় ফানাফির রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদায় আসীন ছিলেন, দ্বিতীয়বার হজ্বে বায়তুল্লাহর সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে এবং মদীনায়ে পাকের হাযিরি নসিব হয়েছে তো জাগ্রত অবস্থায় যিয়ারতের আগ্রহে মুয়াজাহা শরীফে সারারাত হাযির থেকে দরুদে পাক পাঠ করতে রইলেন, প্রথমরাতে নসিবে এই সৌভাগ্য ছিলো না, দ্বিতীয় রাত এসে গেলো। মুয়াজাহা শরীফে হাযির হলেন এবং বিদায়ি বেদনায় ব্যথিত হয়ে একটি নাত পেশ করলেন যেটার কয়েকটি পঙক্তি হলো:

ওহ সুয়ে লালা যার পিরতে হে তেরে দিন এ বাহার পিরতে হে
হার চেরাগ মাযার পর কুদসী কেইসি পরওয়ানা ওয়ার পিরতে
উস গলি কা গদা হো মে জিস মে মাঙ্গতে তাজেদার পিরতে হে
পুল কিয়া দেখো মেরি আখোঁ মে দশতে তায়্যিবা কে খার পিরতি হে

www.dawateislami.net

কুয়ি কিউ পুছে তেরি বাত রযা
তুঝ ছে শায়দা হাযার পিরতে হে

(বিচ্ছেদে আ'লা হযরত رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বিদায়ি পথে নিজে নিজেকে "কুকুর" বলে সম্বোধন করেছেন কিন্তু আশিকে আ'লা হযরত আদব প্রদর্শনার্থে "মাঙ্গতা" "শায়দা" ইত্যাদি লিখেছেন আর বলেন তার অনুসরণে আদব বজায় রেখে এই স্থানে "শায়দা" লিখে দিয়েছি আর প্রকৃত অর্থও এটা) তিনি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে দরুদ ও সালাম পেশ করতে রইলেন, অবশেষে অপেক্ষার প্রহর শেষ হয়ে গেলো আর ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে বসে গেলেন, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর আশিকের উপর বিশেষ দৃষ্টি দান করলেন, চেহারা থেকে পর্দা উঠে গেলো, সৌভাগ্যবান আশিক তার প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁর স্ব-চক্ষে কপালের চক্ষু দিয়ে অবলোকন করলেন।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শরবত নে অর আগ লাগা দিই দিল মে
তাপিশ দিল কো বাঢ়ায়া হে বুঝানে না দিয়া
আব কাহা জায়িগা নকশা তেরা মেরে দিল ছে
থাম রাখা হে উসে দিল নে গুমানে না দিয়া
সেজদা করতা জু মুঝে উস কি ইযাযত হুতি
কিয়া করো ইযন মুঝে ইস কা খোদা নে না দিয়া

(সামানে বখশিশ, ৭১ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সকলের উচিত যে আমরাও যেনো হৃদয়ে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা বৃদ্ধি করা এবং অন্তরে দিদারের আকাঙ্খা রাখা। ★ একদিন তো আমাদের ভাগ্যও চমকে উঠবে। কোন একদিন নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দয়া করে দিবেন।

সুনা হে আপ হার আশিক কে ঘর তাশরিফ লা তে হে
কভী মেরে ভী ঘর মে হু চারাগাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল আল্লামা ইউসুফ বিন ঈসমাইল নাবহানীর আদবের ধরন

খলিফায়ে আ'লা হযরত, ফকিহে আযম, হযরত আল্লামা আবু ইউসুফ মুহাম্মদ শরীফ মুহাদ্দিস কুটলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার যখন আমি হজ্ব করতে গেলাম তো মদীনায়ে মুনাওয়ারার হাযিরিতে সবুজ গম্বুযের দিদারে ধন্য হওয়ার সময় আমি "বাবুস সালাম" এর নিকটবর্তী ও সবুজ গম্বুযের সামনে একটি ফর্সা ও নুরানী চেহারাবিশিষ্ট বুযুর্গকে দেখলাম যিনি কবরে আনওয়ারের দিকে মুখ করে দো'জানো হয়ে বসে কিছু পড়ছিলো। ভালো করে দেখলাম তো বুঝতে পারলাম যে ইনি প্রসিদ্ধ ও পরিচিত আলিমে দ্বীন ও সত্যিকার আশিকে রাসূল হযরত শায়খ ইউসুফ বিন ঈসমাইল নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। আমি তাঁর মুখ ও চেহারার নুরানিয়্যত দেখে খুবই প্রভাবিত হলাম আর তাঁর কাছে গিয়ে বসে গেলাম এবং তাঁর সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম, তিনি আমার দিকে মনযোগি

www.dawateislami.net

হলেন না তো আমি তাঁকে বললাম: আমি হিন্দুস্তান থেকে এসেছি আর আপনার কিতাব "হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন" ও "জাওয়াহিরুল বাহার" ইত্যাদি পাঠ করেছি যা দ্বারা আমার অন্তরে আপনার প্রতি অনেক ভালোবাসা রয়েছে। তিনি এই কথা শুনে আমার দিকে ভালোবাসার নজর দিলেন আর মুসাফাহা করলেন। আমি তাঁকে আরজ করলাম: হুযুর! আপনি কবরে আনওয়ার থেকে এতো দূরে কেনো বসলেন? তখন তিনি কান্না করতে লাগলেন আর বললেন: "আমি এটার উপযুক্ত নয়যে নিকটে যেতে পারি।" এরপর আমি প্রায় সময় তাঁর বাসস্থানে যেতে লাগলাম আর তাঁর কাছ থেকে "হাদিসের সনদ" ও অর্জন করলাম। সায়্যিদি কুতবে মদীনা হযরত আল্লামা ইউসুফ নাবহানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সম্মানীত সহধর্মিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہَا এর ৮৪ বার রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসিব হয়েছে। **(আনওয়ারে কুতবে মদীনা, ১৯৫ পৃ:)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

উন কে দিয়ার মে তু কেইসে চলে পিরে গা?
আত্তার তেরি জুরাআত! তু জায়ে গা মদীনা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩২০ পৃ:)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৫) পীর মেহের আলী শাহের হামরা উপত্যকায় রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দিদার

হযরত পীর মেহের আলী শাহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: মদীনায়ে পাকের উদ্দেশ্যে সফরের পথিমধ্যে অপারগ অবস্থায় আমার ইশারের সুন্নাত

www.dawateislami.net

অনাদায়ি রয়ে গেলো, মৌলবী মুহাম্মদ গাযি, সাউলতিয়া মাদরাসার শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে ভালো ধারণার ভিত্তিতে খিদমতের উদ্দেশ্যে এই পবিত্র সফরে অংশগ্রহন করেছিলেন। এসব সাথীদের আত্মবিশ্বাসে আমি কাফেলার একপাশে শুয়ে গেলাম, কি দেখলাম যে রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কালো জুব্বা পরিহিত অবস্থায় তাশরিফ এনে আমাকে নতুন জীবন দান করলেন, এমন মনে হলো যে আমি একটি মসজিদে মুরাকাবা অবস্থায় দো'জানো হয়ে বসা রয়েছি, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার নিকটে এসে বললেন নবী বংশীয়দের সুন্নাত বর্জন করা উচিত নয়। আমি এই অবস্থায় রাসূলে আকদস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুই পা মুবারক যা রেশমের চেয়েও বেশি নরম ছিলো নিজের দুই হাত দ্বারা মযবুদ সহকারে আকড়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে, اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله বলা শুরু করলাম আর কান্নারত অবস্থায় আরজ করলাম হুযুর আপনি কে? উত্তরে একই কথা বললেন যে, নবী বংশীয়দের সুন্নাত ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। তিনবার এইভাবে প্রশ্নত্তোর হতে থাকলো। তৃতীয়বার আমার অন্তরে গেঁথে গেলো যেহেতু ইয়া রাসূলাল্লাহ বলতে নিষেধ করছেন না তাহলে স্পষ্ট যে, ইনি আল্লাহর হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, যদি অন্য কোন বুযুর্গ হতেন তবে এটা বলতে নিষেধ করতেন, সুন্দর ও উজ্জলতার ব্যাপারে আর কি বলবো! সেই স্পৃহা ও অনুভূতি এবং অনুগ্রহের ফয়যানের কথা বর্ণনা করতে জিহ্বা অক্ষম এবং লিখতে অপারগ অবশ্য ভক্তি ও ভালোবাসার শরাব পানকারীর গলায় সেই অতল গহ্বর (অর্থাৎ পঙক্তি) থেকে এক চুমুক এবং কস্তুরীর থলে থেকে এক ফোটা সুগন্ধি ঢালা উপযুক্ত মনে হয়।

(মেহরে মুনির, ১৩১ থেকে ১৩২ পৃ:)

www.dawateislami.net

হযরত পীর মেহের আলী শাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উল্লেখিত ঘটনাটি তাঁর প্রসিদ্ধ কালামের মধ্যেও ইশারা করেছেন। সেটার কয়েকটি পঙক্তি লক্ষ্য করুন:

আজ সিক মিতরাঁ দি ওয়া দেহ্‌রি এ কিউ দিলড়ি উদাস ঘিনিরি এ!
লু লু ভিছ শওক্ব চঙ্গিরি এ আজ নাইনাঁ লায়িয়াঁ কিউ চড়িয়াঁ

*** ***

***** নাইনাঁ দিয়াঁ ফুজাঁ সার চঠিয়া**

মুখ চন্দ বদর শা'শানী এ মুখে চমকে লাট নুরানী এ
কালি যুলফ তে আখ মুস্তানী এ মাখমুর আখি হিন মাদ ভরিয়া
দো আবরো ক্বউস মিছাল দিসান জে তু নওকে মিছা দেয় তের ছটন
লাবাঁ সুরাখ আখাঁ কে লা'লে ইয়েমেন ছঠে দান্দ মৌতী দিয়াঁ হিন লড়ইয়া
ইস সুরাত নুঁ মে জান আখাঁ জানান কে জানে জাহান আখাঁ
সাছ আখাঁ তে রব দে শান আখাঁ জিস শান তু শানাঁ সব বুনইয়া
লাহো মাখ তু মাখতুত বুরদিয়ামান মান বাহানুরী ঝলক দেখাও সাজন
উহা মিঠিয়া গালি ইলাও মিঠান জু হামরা ওয়াদী সন করীয়াঁ
!* * *****
কিথে মেহের আলী কেথে তেরি সানা মুশতাক[১] আখি কেথে জা আড়ইয়া

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) মদীনার কুকুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

পাঞ্জাব (পাকিস্তান) এর প্রসিদ্ধ আশিকে রাসূল বুযুর্গ পীর সৈয়দ জামাত আলী শাহ মুহাদ্দিস আলী পুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার মদীনায়ে

১. হযরত পীর মেহের আলী শাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিনয়ি প্রকাশার্থে এখানে "গুস্তাখ" শব্দটি লিখেছেন **(মেহরে মুনির, ৫০০ পৃ:)** তবে হযরতের প্রতি আদব প্রদর্শনার্থে অধিকাংশ নাত খাঁত যেভাবে পড়ে আমি সেভাবে লিখেছি।

www.dawateislami.net

মুনাওয়ারায় গেলেন তো তাঁর কোন এক মুরিদ মদীনায়ে পাকের একটি কুকুরকে ইচ্ছা করে ঢিল নিক্ষেপ করলো যার আঘাতে কুকুরটি চিৎকার করলো, হযরত শাহ সাহেবকে কেউ বললো যে আপনার অমুক মুরিদ মদীনা শরীফের একটি কুকুরকে প্রহার করেছে। এটা শুনে তিনি অস্থির হয়ে গেলেন এবং তাঁর মুরিদদের নির্দেশ দিলেন দ্রুত সেই কুকুরটিকে খুঁজে বের করে এখানে নিয়ে আসো। সুতরাং কুকুরটিকে আনা হলো, শাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উঠলেন আর কান্না করে করে সেই কুকুরটিকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন: হে আল্লাহর হাবীবের আঙিনায় বসবাসবারী! আল্লাহর ওয়াস্তে আমার মুরিদের অপরাধ ক্ষমা করে দাও। অতঃপর বুনা করা গোশত ও দুধ আনালেন এবং সেটাকে খাওয়ালেন, অতঃপর সেটাকে বললেন: জামাত আলী তোমার কাছে ক্ষমা চাইতেছে, আল্লাহর ওয়াস্তে তাকে মাফ করে দাও। **(সুন্নি ওলামা কি হিকায়াত, ২১১ পৃ:)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দিল টুকরে নযর হাযির
এ সাগানে কুছায়ে দিলদার হাম লায়ে হে

(হাদায়েকে বখশিশ, ৮৪ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭) আক্বা ডাকেন তো উড়ে যাওয়া উচিত

খলিফায়ে আ'লা হযরত, ফকিহে আযম হযরত আল্লামা মাওলানা আবু ইউসুফ মুহাম্মদ শরীফ মুহাদ্দিস কুটলবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঘনিষ্ট বন্ধু হযরত মাওলানা আবুন নুর মুহাম্মদ বশির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত

www.dawateislami.net

আমিরে মিল্লাত পীর সৈয়দ জামাত আলী শাহ মুহাদ্দিস আলী পুরী (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) অনেকবার হজ্ব করেছেন, প্রায় প্রতিবছর মদীনায়ে মুনাওয়ারার ভালোবাসা তাঁকে এই মর্যাদা দ্বারা ধন্য করেছেন। এক বছর তিনি উড়ো জাহাজের মাধ্যমে হজ্বের সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। সম্মানীত পিতা (ফকিহে আযম হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ শরীফ মুহাদ্দিস কুটলবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) জানতে পারলেন তো আমাকে সাথে নিয়ে আলীপুর শরীফ গেলেন, হযরতের খিদমতে হাযির হলেন, তো মদীনায়ে পাকেরই আলোচনা করছিলেন, সম্মানীত পিতাকে দেখে অনেক খুশি হলেন আর বললেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আবারও হাযিরি দিতে যাচ্ছি, সম্মানীত পিতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: হুযুর! এইবার শুনলাম আপনি উড়ো জাহাজে যাচ্ছেন? হযরত উত্তর দিলেন: মৌলভী সাহেব! হাবীব ডাকেন তো উড়ে উড়ে চলে যাওয়া উচিত। এই বাক্যটি কিছুটা এই ধরনে বলেছেন যে স্বয়ং নিজেই আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন আর উপস্থিত লোকদেরও একটি আবেগময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলো।

(সুন্নি ওলামা কে হিকায়াত, ৪৫ পৃ:)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তাকদির মে খুদায়া আত্তার কে মদীনে
লিখ দেয় ফাক্বত মদীনা সরকার কা মদীনা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩০২ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৭) মাওলানা সরদার আহমদের মদীনা শরীফের খেজুরের প্রতি ভালোবাসা

মাহবুবের শহরের প্রতি ভালোবাসা সত্যিকারের আশিকের আলামত সুতরাং মহান আশিকে রাসূল হযরত মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মদীনায়ে মুনাওয়ারাকে অনেক ভালোবাসতেন। তাঁর অধিকাংশ মাহফিলে মদীনা শরীফের আলোচনা থাকতোই। মদীনা শরীফের কোন যিয়ারতকারী যদি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হতো তবে তার কাছ থেকে মদীনা শরীফের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, মদীনা শরীফে বসবাসকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীদের অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করতেন আর যদি কোন তাবাররুক পেশ করতেন তো খুবই খুশিমনে গ্রহন করতেন। একবার হাজী সাহেব মদীনায়ে তায়্যিবার খেজুর পেশ করলেন, তখন দাওরায়ে হাদিস অব্যাহত ছিলো, খুরমায়ে মদীনা (অর্থাৎ মদীনার খেজুর) উপস্থিত ছাত্রদের মাঝে বন্টন করলেন আর খেজুর নিজের দাঁত দ্বারা চিবাতে চিবাতে বলতে লাগলেন: "খুরমায়ে মদীনা (অর্থাৎ মদীনা শরীফের খেজুর) নিজের মুখে নিয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত চিবিয়ে ভিতরে যেতে থাকবে, ঈমান সতেজ হতে থাকবে। **(হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান, ১৫৫ পৃ:)**

খেজুরে মদীনা ছে কিউ হো না উলফত
কে হে উস কো আক্বা কে কুছে ছে নিসবত

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৯) মদীনায়ে পাকে নিজের চুল ও নখ দাফন করলেন

হযরত মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ফকির মদীনায়ে রাসূল থেকে বিদায় নেয়ার সময় কিছু চুল ও নখ মদীনা শরীফে দাফন করে দিয়েছে আর রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলাম: "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনায়ে পাকে মারা যাওয়াটা আমার ক্ষমতার বাইরে অবশ্য নিজের শরীরের কিছু অংশ দাফন করে যাচ্ছি যা আমি গরীবের জন্য গণিমত।" **(হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান, ১৫৫ পৃ:)**

জান ও দিল ছোড় কর ইয়ে কেহে কে চলা হো আযম
আ রহা হো মেরা সামান মদীনে মে রেহে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১০) এখন মদীনা ছাড়া কিছুই মনে নেই

মাওলানা কাযি মাযহারুল হক জেহেলমী বারাস্তা কোয়েটা, যাহিদান, বাগদাদ শরীফ, মদীনায়ে মুনাওয়ারা ও অন্যান্য পবিত্র স্থানের যিয়ারত দ্বারা ধন্য হয়ে হযরত মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান মাওলানা সরদার আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতে উপস্থিত হলেন, যখন কাযি সাহেবের পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো (এবং আরয করা হলো যে ইনি মদীনা শরীফে হাযিরি দিয়ে এসেছেন) তো কাযি সাহেবের হাত ধরলেন, তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলেন, যদিওবা অবস্থা তেমন ঠিক ছিলো না, রোগ বেড়ে গিয়ে ছিলো, কিন্তু তারপরও তিনি উঠে বসে গেলেন আর কাযি সাহেবের নিকট মদীনায়ে মুনাওয়ারার বিষয়াদি জিজ্ঞাসা করতে

www.dawateislami.net

লাগলেন, মদীনায়ে পাকে বসবাসকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের বন্ধুদের অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করলেন, মদীনা শরীফের অলি গলির কথা মনে পড়লো, সবুজ গম্বুযের নুরানী দৃশ্য চোখে ভাসতে লাগলো, পবিত্র জ্বালির জলোওয়া হৃদয়ে পড়তে লাগলো, রওযায়ে আকদসের ফয়যান অন্তরে ছেঁয়ে যেতে লাগলো, রাসূলে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নুরানী উপত্যকা সমূহের কল্পনার মধ্যে ডুবে যেতে লাগলো আর সমস্ত মাহফিলের অবস্থা এটা হয়ে গেলো যে

গাইরো কে জাফা ইয়াদ না আপনো কে ওয়াফা ইয়াদ
আব কুছ ভী নেহি হাম কো মদীনে কে সেওয়া ইয়াদ

(হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম পাকিস্তান, ১৫৫ থেকে ১৫৬ পৃ:)

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১১) মদীনার মুসাফির হিন্দ থেকে মদীনা পৌঁছলেন

হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় আশিকে রাসূল ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে এই ঈমান উদ্দীপক ঘটনা সাগে মদীনা عُفِيَ عَنْه কে তাঁর জামাতা (মরহুম) হাকিম সৈয়দ ইয়াকুব আলী সাহেব বলেছিলেন: হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্ব করার নিয়্যতে তাশরিফ নিলেন। যখন মদীনায়ে মুনাওয়ারা রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন তখন সোনালী জ্বালির নিকটবর্তী দেখলাম যে হযরত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও মজলিশে উপস্থিত রয়েছেন। মোলাকাত

www.dawateislami.net

করার সাহস হয়নি কেননা আদব সম্পন্ন লোক ওখানে কথাবার্তা বলে না। সালাতু সালাম থেকে অবসর হওয়ার পর বাহিরে খুঁজে দেখলাম কিন্তু সাক্ষাত হলো না। হযরত শায়খুল ফযিলত, শায়খুল আরব ওয়াল আজম কুতবে মদীনা সায়্যিদি ও মাওলায়ি যিয়া উদ্দীন আহমদ কাদেরী রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হলেন যে, আরব ও অনারবের হক্কানী ওলামা ও মাশায়েখে কেরামে হারামাইনে তায়্যিবাইনের হাযিরির মাঝখানে হযরত শায়খুল ফযিলত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাক্ষাতের জন্য অবশ্যই উপস্থিত হতেন। ওখানেও হযরত সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে কোন কিছু জানা হয়নি। অবাক ছিলাম যে সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যদি তাশরিফ আনেন তবে কোথায় গেলেন! এরমধ্যে মুরাদাবাদ (হিন্দ) থেকে শায়খুল ফযিলত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আস্তানা শরীফে আসলেন যে অমুক দিন অমুক সময় হযরত সদরুল আফাযিল মাওলানা নাঈম উদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুরাদাবাদে ইন্তেকাল করেন। হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন সময় মিলিয়ে দেখলেন তো সময় ছিলো যেই সময় সোনালী জ্বালির নিকটে সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দেখেছিলাম, তৎক্ষণাৎ বুঝে গেলাম যে যখনই ইন্তেকাল করলেন সাথে সাথে, প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাতু সালামের জন্য হাযির হয়ে গেলেন।

মদীনে কা মুসাফির হিন্দ ছে পৌঁছা মদীনে মে
কদম রাখনে কে নাওবাত ভী না আয়ি থী সফনে মে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১২) হে মদীনার ব্যথা তোমার স্থান আমার হৃদয়ে

হযরত মুফতি আহমদ ইয়া খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৩৯০ হিজরিতে হজ্ব ও যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করেন, এই বিষয়ে সফরে মদীনার একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: আমি মদীনায়ে মুনাওয়ারায় পিছলা খেয়ে পড়ে গেলাম ডান হাতের কব্জির হাঁড় ভেঙ্গে গেছে, ব্যথা বেড়ে গেলো তো আমি সেটাকে চুমা দিয়ে বললাম: হে মদীনার ব্যথা তোমার স্থান আমার হৃদয়ে তুমি তো আমার মাহবুবের দরজা থেকে এসেছো।

তেরা দরুদ মেরা দরমাঁ তেরা গম মেরি খুশি হে
মুঝে দরদ দেনে ওয়ালে তেরি বান্দা পরওয়ারী হে

ব্যথা তো তখন চলে গেলো কিন্তু হাত কাজ করছিলো না, ১৭ দিন পর শাহী হসফিটালে পরীক্ষা করালাম তো রিপোর্ট আসলো হাঁড় দুই টুকরো হয়ে গেছে যেগুলোর মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব রয়েছে কিন্তু আমি চিকিৎসা করলাম না, অতঃপর আস্তে আস্তে হাত কাজ করতে লাগলো, মদীনায়ে মুনাওয়ারার হাসফাতালের ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাইল বললেন যে এটি বিশেষ একটি ঘটনা যেই হাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে নড়াচড়াও করার কথা না, সেই এক্সরেটি আমার কাছে আছে, হাঁড় এখনো পর্যন্ত ভাঙ্গা রয়েছে, এই ভাঙ্গা হাত দিয়ে তাফসীর লিখছি, আমি আমার এই ভাঙ্গা হাতের চিকিৎসা শুধুমাত্র এটা করেছি যে রাসূলের পাকের দরবারে দাড়িয়ে আরয করলাম যে হুযুর! আমার হাত ভেঙ্গে গেছে, হে আব্দুল্লাহ বিন আতিকের ভেঙ্গে যাওয়া পা জোড়াদানকারী! হে মুয়ায বিন আফরা এর

www.dawateislami.net

ভেঙ্গে যাওয়া বাহুর জোড়াদানকারী আমার ভেঙ্গে যাওয়া হাতের জোড়া লাগিয়ে দিন। **(তাফসীরে নঈমী, ৯/৩৮৮ পৃ:)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৩) জান্নাতুল বাকীতে লাশ সমূহের স্থানান্তর

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হজ্বের মধ্যে আমার সাথে এক পাঞ্জাবী বুযুর্গ ছিলেন যার নাম ছিলো সুফি মুহাম্মদ হোসাইন, তিনি আমাকে বলতে লাগলেন একবার শাহ আব্দুল হক মুহাজিরালাবাদীর খিদমতে আমি উপস্থিত হলাম আর আরয করলাম হাদিস শরীফে তো এসেছে “আমাদের মদীনা শরীফ (এক ধরনের) চুল্লি যেমনটি চুল্লি লোহার মরিচা দূর করে করে ঠিক তেমনিভাবে মদীনার যমিন অনুপযুক্তব্যক্তিকে তাঁর থেকে বের করে দেয়।” অথচ মুরতাদ ও মুনাফিকও মদীনায়ে পাকে মরে গিয়ে এখানেই দাফন হয়ে যায় অতঃপর এই হাদিসের ভাবার্থ কি? শাহ সাহেব আমাকে কান ধরে বের করে দিলেন! আমি অবাক ছিলাম যে আমাকে কোন অপরাধে বের করে দেয়া হলো! রাতে স্বপ্নে দেখলাম মদীনায়ে মুনাওয়ারার কবরস্থান অর্থাৎ অর্থাৎ জান্নাতুল বাকীতে খনন করা হচ্ছে আর উটের উপর বহন করে বাহির থেকে লাশ আনা হচ্ছে আর ওখান থেকে লাশ বের করা হচ্ছে আমি ঐসব লোকদের কাছে গেলাম আর জিজ্ঞাসা করলাম কি করছেন? তারা বললো: “যেসব অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের এখানে দাফন করা হয়েছে তাদেরকে বের করে দেয়া হচ্ছে আর আশিকে মদীনার এসব লাশ যা অন্য স্থানে দাফন

www.dawateislami.net

হয়েছে তা এখানে আনা হচ্ছে।” পরেরদিন আবারও শাহ সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হলাম, তিনি আমাকে দেখার সাথে সাথেই বললেন: এখন বুঝেছো! হাদিসের ভাবার্থ হলো এটা আর তুমি কাল অপরিচিতদের মধ্যে গোপন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলে এজন্য তোমাকে শাস্তি দেয়া হয়েছিলো। **(তাফসীরে নঈমী, ১/৭৬৬ পৃ:)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বকীয়ে পাক মে আত্তার দাফন হো জায়ে
বরায়ে গউছ ও রেযা আয পায়ে যিয়া ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৫ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৪) যমানার গাযালি ও মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁনের উপর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুভূতি

একবার হযরত শায়খ আলা উদ্দীন আল বিকরি আল মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানীত পিতা হযরত শায়খ আলী হোসাইন মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট মদীনায়ে তায়্যিবার মাহফিলে মিলাদ অনুষ্ঠিত হয় যেটা যওকে মাহফিল ছিলো আর মসজিদে নববীর নুরানি পরিবেশ খুবই চমকালো। মাহফিলের সমাপ্তিতে মাহফিল কমিটি তাবারুক বিতরণ করলো আর বললেন: আজরাত মিলাদের তাবারুক আহারকারীদের اِنْ شَآءَ الله রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসিব হবে, কাল সকাল ফজরের নামাযের পর প্রত্যেকে মসজিদে নববী শরীফে নিজেদের অবস্থাদি বলবে। মরহুম হাজ্বী গোলাম হোসাইন মাদানীর বর্ণনা: “اَلْحَمْدُ لِلّٰه

www.dawateislami.net

আমিও সেই তাবারুক আহার করেছিলাম, আমার রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদার নসিব হয়েছে, আমি এই অবস্থায় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করেছি যে ডান দিকের বগলে (যমানার গাযালি) হযরত কিবলা সৈয়দ আহমদ সায়্যিদ কাযেমি শাহ (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) আর অপর হাতে (হযরত) মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এর হাত ধরে রেখেছেন।" **(আনওয়ারে কুতবে মদীনা, ৫৩ পৃ:)**

আল্লাহ পাকের তার উপর রহমত বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দিদার কে ভীক কব বাঠেগি মাঙ্গতা হে উমিদ ওয়ার আক্বা

(যওকে নাত, ৬৬ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৫) আল্লামা কাযেমি সাহেব ও মদীনার কাটা

যমানার গাযালি হযরত আল্লামা সৈয়দ সায়্যিদ কাযেমি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "মদীনায়ে মুনাওয়ারার প্রথম হাযিরির সময় পায়ে একটি কাটা বিদ্ধ হলো, যার ফলে খুব ব্যথা হচ্ছিলো, বের করতে লাগলেন তো আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মদীনার কাটার প্রতি ভালোবাসার কথা স্মরণ হলো তো আমি ওখানেই থেমে গেলাম আর পা থেকে কাটা বের না করে দিনের পর দিন স্বয়ং নিজে নিজে ব্যথা দূর হয়ে গেলো।"

(আনওয়ারে কুতবে মদীনা, ৫৩ পৃ:)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

উন কে হেরেম কে খার কশিদা হে কিস লিয়ে
আখোঁ মে আয়ি সার পে রেহে দিল ঘর করে

(হাদায়েকে বখশিশ, ৯৮ পৃ:)

খারে সেহরায়ে নবী! পাও ছে কিয়া কাম তুঝে
আ মেরি জান মেরে দিল মে হে রাস্তা তেরা

(যওকে নাত, ২৫ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৬) বেছালের পর আ'লা হযরতের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাযিরি

কুতবে মদীনা হযরত আল্লামা মাওলানা যিয়া উদ্দীন আহমদ কাদেরী মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (সরকারে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের পরের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে) বলেন: একবার মুয়াজাহা শরীফে হাযিরি দেয়ার জন্য মসজিদে নববী শরীফের "বাবুস সালাম: দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম তো দেখলাম যে আ'লা হযরত, আযিমুল বারাকাত, আযিমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়ত, পীরে তরিকত, বায়িছে খাইর ও বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফিয আল ক্বারী শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুয়াজাহা শরীফের দিকে মুখ করে দাড়িয়ে রয়েছেন আর সালাম পড়ছেন। আমি কাছে গেলাম তো আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার দিকে দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি মুয়াজাহা শরীফের দিকে চলে গেলাম আর সালাতু সালামের নজরানা পেশ করে আরয করলাম: "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে আমার শায়খ (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) ইমাম আহমদ রযা খাঁন) এর যিয়ারত

www.dawateislami.net

থেকে বঞ্চিত করবেন না।” সায়্যিদি কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে আমি মুয়াজাহা শরীফের পায়ের (অর্থাৎ কদম শরীফের) দিকে দেখলাম তো আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বসা রয়েছেন, আমি দৌড়ে গিয়ে আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কদম বুচি করলাম আর যিয়ারত দ্বারা ধন্য হলাম।

(আনওয়ারে কুতবে মদীনা, ২৩৮ পৃ:)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

গমে মুস্তফা জিস কে সিনে মে হে
কাহে ভী রেহে ওহ মদীনে মে হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৭) কুতবে মদীনা ও মদীনা শরীফের দরিদ্র যিয়ারতকারী

হযরত হাকিম মুহাম্মদ মূসা আমারতাসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেই দিনগুলোর মধ্যে মদীনায়ে মুনাওয়ারায় উপস্থিত ছিলাম, সায়্যিদি কুতবে মদীনা হযরত মাওলানা যিয়া উদ্দীন আহমদ কাদেরী মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খিদমতেও উপস্থিত ছিলাম। খাবারের সময় একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক আসতো আর খাবার খেয়ে চলে যেতো। আমি একদিন মনে মনে ভাবলাম যে এই ব্যক্তিটি বরাবরই খাবারের সময়ে এসে যায় আর হযরতকে কষ্ট দেয়! ঐদিন যখন মাহফিল শেষ হলো কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: হাকিম মুহাম্মদ মূসা আমার সাথে দেখা করে যাবেন। আমি খিদমতে উপস্থিত হলাম তো বললেন: হাকিম সাহেব! এই যে গরীবি অবস্থায় ব্যক্তিটি প্রতিদিন খাবার খাওয়ার জন্য আসে, তিনি হলেন পাকিস্তানের শহর লায়িলপুর (ফয়সালাবাদ) এ একটি মিলের সামান্য

www.dawateislami.net

কর্মচারী, তার প্রতিবছর নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত নসিব হয়, খুবই সৌভাগ্যবান ও মদীনায়ে মুনাওয়ারার যিয়ারতকারী এজন্য আমি তাকে খাবার খাওয়াই। **(আনওয়ারে কুতবে মদীনা, ২৭৭ পৃ:)**

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

থকা মান্দাহ ওহ হে জু পাও আপনে তুড় কর বেঠা
ওহি পৌঁছা হুয়া ঠেহরা জু পৌঁছা কুয়ি জানা মে

(যওকে নাত, ২৯১ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাপ্তাহিক পুস্তিকা পাঠ

الحمد لله আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্ব আবু উসাইদ উবাইদ রযা মাদানী مدظلہ العالی এর পক্ষ থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি পুস্তিকা পাঠ করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। ماشاء اللہ الکریم! লাখো ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই পুস্তিকা পড়ে বা শুনে আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ/ খলীফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়ার ভাগিদার হয়ে থাকে। এই পুস্তিকাটি অডিওতে দাওয়াতে ইসলমীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net অথবা Read and listen Islamic book অ্যাপ্লিকেশন থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করা যাবে। সাওয়াবের নিয়্যতে নিজে পড়ুন এবং নিজের মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের জন্য বন্টন করুন।

(সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net